দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 29 JUN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাত

মো. জুয়েল মোল্লা

দিন বদলের শ্লোগান নিয়ে সরকার গঠন করা মহাজোট সরকারের প্রথম বাজেট গত ১১ জুন ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। দুই বছর পর সংসদে ফেরা প্রথম বাজেট আকার ভেঙেছে অতীতের সব রেকর্ড। গত অর্থবছরে ৯৯ হাজার ৯৬২ কোটি টাকা থাকলেও এ বছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১৩ হাজার ৮১৯ কোটি টাকায়। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরেও শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ থাকলেও দিন বদলের বাজেট হিসাবে শিক্ষা ও প্রযুক্তিখাতে আরও বরাদ্দ বাড়ানো উচিৎ বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট সকলে।

২০০৯-১০ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণায় অর্থমন্ত্রীর কথায়ও ঘুরেফিরে শোনা গেছে ডিজিটাল বাংলাদশ ও দিন বদলের কথা। বাজেট বক্তৃতায় ১৭৬ নং অনুচ্ছেদে মানবসম্পদ উন্নয়নের আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য সার্বিকভাবে ১৪ হাজার ৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত অর্থবছরে শিক্ষাখাতে সংশোধিত বাজেট ছিল ১২ হাজার ৮২৯ কোটি টাকা। সে হিসেবে বরাদ্দ বেড়েছে ১ হাজার ১৭৭ কোটি টাকা।

প্রস্তাবিত মোট বরাদ্দ থেকে '০৯-১০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী/প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পাদন করা হবে :

(ক) ড. কুদরত-ই-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা।

(খ) অনার্স পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, ছাত্রী উপবৃত্তি অব্যাহত রেখে, ছাত্র উপবৃত্তি চালু করা।

(গ) মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ও বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি।

(ঘ) শিক্ষার সকল স্তরে সকলের সমান প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি ও গ্রাম এবং শহরের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ।

(ঙ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ৩০৬টি উপজেলায় ১টি করে মডেল বিদ্যালয় স্থাপন।

(চ) প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ৫ জন শিক্ষক নিযুক্ত করা।

(ছ) রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতনের ১০০ শতাংশ অনুদান প্রদান।

(জ) প্রাথমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ, বৃত্তি প্রদান ও নদীগর্ভে বিলীন ৩৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন।

(ঝ) নতুন করে ১ হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন।

(ঞ) দারিদ্র্য-পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু করা।

(ট) মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা।

(ঠ) নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা।

(ড) কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণের উপর জোর দেয়া।

(ঢ) প্রতিটি উপজেলায় কারিগরি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।

(ন) উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা এবং কম্পিউটার শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক করা।

বাজেট ও প্রাথমিক শিক্ষা

অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ২০১০ সালের মধ্যে ১০০ ভাগ ভর্তি নিশ্চিত ও ঝরেপড়া রোধ করাসহ ২০১৭ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৫০ থেকে কমিয়ে ১:৪০ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ৫ জন করে শিক্ষক নিয়োগের কথা বলেন। তিনি রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি শিক্ষকদের জন্য বেতনের ১০০% অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্তের কথা জানান। নদীগর্ভে বিলীন হওয়া ৩৭০টিসহ আরো ১ হাজার ৫শ' নতুন প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা জানান। সেই সাথে মঙ্গা, বস্তি এবং নদী ভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় উপবৃত্তির সুবিধাভোগীর হার ৪০% থেকে ১০০%-এ উন্নীত করা এবং অতিদরিদ্র এলাকায় স্কুল ফিডিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বর্তমানে ৪৮.২৫ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হলেও আগামী অর্থবছর থেকে এ সংখ্যা ৭৯ হাজার করা হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির বক্তব্য- আগামী অর্থবছরে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হলেও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার ব্যাপারে আমরা খুশি নই। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর জন্য বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল। তবে যা বরাদ্দ হয়েছে তার সুষ্ঠু বন্টন চাই। শিক্ষক সমিতি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রতিবছর শিক্ষাখাতের বাজেট অন্য খাতে ব্যয় করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

২০১৭ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষর মুক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামী অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে বই বিতরণের জন্য ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশের জন্য শিক্ষক নিয়োগ এবং ল্যাবরেটরির সুযোগ মাধ্যমিক স্তরের প্রতিটি বিদ্যালয়ে কার্যকরী করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বেসরকারী শিক্ষকদের এমপিও বাবদ আগামী অর্থবছরে ৩ হাজার ৯০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং নতুন এমপিও করার জন্য ১২২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। যুবশক্তিকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছরে ৩২২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। বাজেটে চলতি অর্থবছর হতে প্রায় ৪৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০৬টি উপজেলায় ১টি করে মডেল বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরুর কথা বলেন অর্থমন্ত্রী।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য ২০১৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার ও কারিগরি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং বরিশাল, রাঙ্গামাটি ও গোপালগঞ্জে ১টি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার কথা সংসদকে জানান অর্থমন্ত্রী।

বিশেষজ্ঞদের মতামত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক বরাদ্দের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই বরাদ্দেই সীমাবদ্ধ থাকলেই হবে না, এই বরাদ্দ আরও বাড়ানো যায় কিনা, সরকারের উচিৎ সেটা বিবেচনা করা। প্রস্তাবিত বাজেটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার থেকে আরো বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়ে তিনি জানান, শিক্ষার সকল সেক্টরে ছাত্র-ছাত্রী মূলত প্রাইমারি থেকেই আসে, এটাকে যদি উপেক্ষা করা হয় তাহলে এর ফল ভাল হবে না। তিনি আরো জানান, সরকার যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চায়, সেক্ষেত্রে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিখাতে বরাদ্দ আরো বাড়াতে হবে। শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তির দিন বদল না হলে বাস্তবিক পক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা খাতে বরাদ্দ খুবই অপ্রতুল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্ট্যাডিস বিভাগের সাবেক ডিন প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম বলেন, প্রস্তাবিত বাজেট আমার দৃষ্টিতে উচ্চাভিলাষী, এর সফলতা-বিফলতা নির্ভর করে বাজেট বাস্তবায়নের উপর। বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ, শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো, বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার উপর বহুমুখী শিক্ষার পরিবর্তে একমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আরো বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করবেন বলে জানিয়েছেন কিন্তু সকল স্কুলে কম্পিউটার রাখার ব্যবস্থা নেই, নেই বিদ্যুৎ। তাই আগে অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে প্রতিষ্ঠানের সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ঢাবির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবু আহমেদ বলেন, আগামী অর্থবছরে শিক্ষাখাতের বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজনানুযায়ী ঠিক আছে। তবে এর সঠিক বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করে দেশের উন্নয়ন।

শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ নিয়ে আলোচনায় অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন শিক্ষাখাতে বরাদ্দের নামে শুভঙ্করের ফাঁকি দেয়া হয় প্রতি বছর। তবে এবার কয়েকটা ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এসেছে। এগুলো সঠিক বাস্তবায়ন দরকার। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থমন্ত্রী কয়েকবার ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বললেও তা বাস্তবায়নের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার জন্য ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানোর কোন প্রস্তাব করা হয়নি। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটারের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করলেও সকল প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া বাধাগ্রস্ত হবে বলে সংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করেন।

শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কম-বেশি যাই হোক, এখন প্রয়োজন সঠিক মহাপরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতিসাধনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং শিক্ষাসহ সকল বিষয়ে বাজেটের প্রস্তাবিত বরাদ্দের সঠিক বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করে ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।